দূরত্ব রেখে কাজ করছেন চা শ্রমিকরা

চা গাছের প্রত্যেকটি সারির মধ্যে দূরত্ব অন্তত ১ মিটার। কিন্তু দুটো সারিতে একজন চা শ্রমিক পাতা তোলায় ২ মিটারের বেশি দূরত্ব থাকছে। চা কারখানাতেও একই দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে। শ্রমিকদের স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : করোনা মোকাবিলায় সামাজিক দূরত্ব (সোশ্যাল ডিসট্যান্সিং) মেনে কাজ করছেন ডুয়ার্সের একাধিক চা বাগানের শ্রমিকরা। চা পাতা তুলে কারখানায় দেওয়ার সময়ও দূরত্ব বজায় রাখছেন তাঁরা। ইতিমধ্যেই কয়েকটি চা বাগানে স্যানিটাইজার, হ্যান্ডওয়াশ বা সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চা বাগানগুলির এমন উদ্যোগে খুশি আলিপুরদুয়ার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। তবে কুমারগ্রাম ব্লকের কয়েকটি বাগানে এদিন কাজ হলেও সেখানে দূরত্ব বজায় না রেখেই কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। আলিপুরদুয়ারের ডেপুটি সিএমওএইচ-২ সুবর্ণ গোস্বামী বলেন, করোনা রুখতে চা বাগানগুলির এমন উদ্যোগকে স্বাগত জানাই। পাশাপাশি তাঁরা যাতে আরও বেশি সামাজিক দূরত্ব মেনে ও সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করেন, তার জন্য আবেদন করা হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় মোট ৬৪টি চা বাগান রয়েছে। এর মধ্যে বেশিরভাগ বাগানেই চিকিৎসা পরিকাঠামো তেমন ভালো নয়। সব বাগানের হাসপাতালে চিকিৎসকও নেই। তাই চা বাগানের শ্রমিকরা ব্লক হাসপাতালগুলির ওপরই নির্ভরশীল। এই পরিস্থিতিতে চা বাগানের সঙ্গে চিকিৎসা সংক্রান্ত সব তথ্য আদানপ্রদানের জন্য একজন করে নোডাল অফিসার নিয়োগের কথাও বলেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। বর্তমানে করোনা মোকাবিলায় চা বাগানগুলিকে নিয়ে সম্প্রতি বৈঠক করেন স্বাস্থ্যকর্তারা। এরপরই শ্রমিকদের সুরক্ষার জন্য একাধিক পদক্ষেপ করেছে চা বাগানগুলি।

আগে প্রত্যেকটি চা গাছের সারিতে একজন করে শ্রমিককে পাতা তোলার কাজে লাগানো হত। কিন্তু সেই প্রথা বদল করে এখন দুটি সারিতে একজন করে চা শ্রমিককে পাতা তোলার কাজে লাগানো হচ্ছে। এর ফলে চা শ্রমিকদের মধ্যে দূরত্ব বেশি হচ্ছে। চা গাছের প্রত্যেকটি সারির মধ্যে দূরত্ব অন্তত ১ মিটার। কিন্তু দুটো সারিতে একজন চা শ্রমিক পাতা তোলায় ২ মিটারের বেশি দূরত্ব থাকছে। চা কারখানাতেও একই দূরত্ব বজায় রাখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে।

এই বিষয়ে টি অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক রামঅবতার শর্মা বলেন, 'সরকার বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলছে। এর ফলে প্রত্যেক শ্রমিকের মধ্যে অনেকটা দূরত্ব থাকছে। এছাড়াও সব চা বাগানেই শ্রমিকদের হ্যান্ডওয়াশ দিয়ে হাত ধোয়া সহ বিভিন্ন সচেতনতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।'

শুনসান লাভার রাস্তা। ছবি : বিদেশ বসু

জেলা শাসকের দেখা পেলেন না সাংসদ ও বিধায়ক

আলিপুরদুয়ার, ২৫ মার্চ : জেলার করোনা পরিস্থিতি ও আলিপুরদুয়ার তথা ডুয়ার্সের চা শ্রমিকদের বর্তমান সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য বুধবার জেলা শাসকের দপ্তরে যান সাংসদ জন বারলা, মাদারিহাটের বিধায়ক মনোজ টিগ্গা ও বিজেপির জেলা সভাপতি গঙ্গাপ্রসাদ শর্মা। তাঁদের দাবি, দীর্ঘক্ষণ প্রতীক্ষা করেও দেখা মেলেনি জেলা শাসকের। বসিয়ে রেখে তাঁদের সঙ্গে দেখা না করেই নিজের দপ্তর ছেড়ে চলে যান জেলা শাসক। যদিও জেলা শাসকের বক্তব্য, জরুরি বৈঠক থাকায় তাঁকে যেতে হয়েছে।

এ বিষয়ে সাংসদ জন বারলা বলেন, 'আমরা করোনা মোকাবিলায় জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে চাইছি। সেজন্যই জেলা শাসকের সঙ্গে এদিন আলোচনা করতে গিয়েছিলাম। কিন্তু উনি আমাদের বসিয়ে রেখে না দেখা করেই চলে যান। বিষয়টি দুঃখজনক। এমন আচরণ আশা করা যায় না।'

যদিও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক সুরেন্দ্রকুমার মিনা বলেন, 'ফালাকাটায় একটি জরুরি বৈঠকে আমাকে যেতে হয়েছে। সে কারণেই ওনাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।'

লঙ্কাপাড়ায় হাট বন্ধ করা হল

বীরপাড়া, ২৫ মার্চ : লকডাউনের মধ্যেই বুধবার আলিপুরদুয়ার জেলার লঙ্কাপাড়ায় হাট বসেছিল। ভিড়ও হয়েছিল হাটে। জমায়েতের খবর পৌঁছায় গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের কাছে। তাদের থেকে খবর পেয়ে পুলিশ ও এসএসবি এসে হাট বন্ধ করে দেয়। ততক্ষণে অবশ্য বেলা ১২টা পেরিয়ে গিয়েছে। লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনেশ রাই বলেন, 'মঙ্গলবারও লকডাউন নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু এলাকার বাসিন্দাদের একটা বড় অংশ পরিস্থিতির গুরুত্ব আঁচ করতে পারেননি। বুধবার সকালে হাট বসার খবর শুনে চমকে উঠি। তারপরই এসএসবি ও পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করি।' বীরপাড়া থানার ওসি পালজার ভুটিয়া বলেন, 'হাট বসার খবর পেয়ে পুলিশ তা বন্ধ করে দিয়েছে।' বীরপাড়া থেকে প্রায় ১৮ কিমি দূরে ভারত-ভুটান সীমান্তবর্তী লঙ্কাপাড়ায় প্রতি বুধবার হাট বসে। এদিনও লকডাউনের মধ্যে হাট বসেছিল। লকডাউনের মধ্যে কোথাও জমায়েতের ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। লঙ্কাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত সূত্রে জানানো হয়েছে, এদিন ফের লকডাউন সফল করার স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিনেশ রাই বলেন, 'কত দ্রুত ও কীভাবে এই ভাইরাসে কেউ সংক্রমিত হতে পারে, সে সম্পর্কে সাধারণ মানুষ বুঝতে চাইছেন না। তবে আমরা ঘরে থেকেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। তাঁদের বোঝানো হচ্ছে লকডাউনের প্রয়োজনীয়তার কথা।' বীরপাড়া থানা ওসি পালজার ভুটিয়া জানান, তাঁরা চারিদিকে নজর রাখছেন।

বুধবার লঙ্কাপাড়ায় সাপ্তাহিক হাটে ভিড়।
ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

শুঁড়ে তুলে যুবককে মাটিতে ফেলল হাতি

মাদারিহাট, ২৫ মার্চ : হাতির আক্রমণে গুরুতর জখম হলেন এক যুবক। বুধবার বিকাল ৪টে নাগাদ মধ্য মাদারিহাটে এই ঘটনা ঘটে। আহত যুবকের নাম বিমল কর্মকার (৩৬)। তাঁকে প্রথমে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে আনা হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। চিকিৎসক জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তির বুকে ও ঘাড়ে চোট রয়েছে।

বুধবার বিকালে উত্তর খয়েরবাড়ি জঙ্গলের ধারে জয়শ্রী চা বাগানের পাশ থেকে গোরু আনতে গিয়েছিলেন বিমল কর্মকার। সেই সময় হঠাৎ একটি দাঁতাল জঙ্গল থেকে বেরিয়ে বিমলবাবুকে ধরে ফেলে। শুঁড়ে তুলে মাটিতে ফেলে দেয়। এরপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন বিমলবাবু। তাঁর পরিবারের সদস্যরা খবর পেয়ে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। আহতের ভাই জয়প্রকাশ কর্মকার জানান, দাদাকে হাতি মেরেছে খবর শুনে ঘটনাস্থলে যাই। এরপর অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসি।

মাদারিহাটের রেঞ্জার রামিজ রজার জানান, ওই ব্যক্তিকে হাতিটি জঙ্গলের ভিতর না বাইরে হামলা করেছে, তা তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। জঙ্গলের ভিতরে ঘটনাটি হলে কোনও সাহায্য পাবেন না। আর বাইরে হলে চিকিৎসার সমস্ত খরচ তাঁরা বহন করবেন।

লাটাগুড়িতে চক দিয়ে লক্ষণরেখা টেনে দেওয়া হয়েছে। ছবি : শুভদীপ শর্মা

করোনা সংক্রমণ এড়াতে লক্ষণরেখা টানল পুলিশ

লাটাগুড়ি, ২৫ মার্চ : করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় দেশজুড়ে লকডাউন। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া বাড়ি থেকে বেরোতে নিষেধ করা হয়েছে। বারেবারেই বলা হয়েছে 'সামাজিক দূরত্ব' তৈরি করতে। ছাড় রয়েছে জরুরি পরিষেবায়। শাকসবজি, মাছ-মাংস, মুদির দোকান সহ অত্যাবশ্যকীয় পণ্যসামগ্রীর ক্ষেত্রেও রয়েছে ছাড়। দোকানপাট খোলা। বাজারে তাই উপচে পড়া ভিড়। সেই সময় যাতে সামাজিক দূরত্ব বজায় থাকে, সে বিষয়ে এবার উদ্যোগী হল পুলিশ-প্রশাসন। ক্রেতাদের মধ্যে কম করে তিন ফুটের দূরত্ব রাখতে চক দিয়ে রাস্তার উপরেই বৃত্ত এঁকে লক্ষণরেখা টেনে দেওয়া হচ্ছে। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ বিভিন্ন মহলের। পুলিশের পাশাপাশি মৌলানির বিভিন্ন র‍্যাশন দোকানের তরফেও একই পন্থা নেওয়া হয়েছে।

মঙ্গলবার রাতে সারা দেশজুড়ে লকডাউন ঘোষণার পরে বুধবার সকাল থেকেই রসদ সংগ্রহের জন্য মাল ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত সহ লাটাগুড়ি, মৌলানি, ক্রান্তি, চাপাডাঙ্গার বিভিন্ন হাটবাজারে উপচে পড়ে স্থানীয়দের ভিড়। প্রথমে ভিড় ঠেকাতে কঠোর হতে ব্যবস্থা নেয় স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন। এদিন বিকেলে প্রথমে লাটাগুড়ি বাজারে বিভিন্ন ওষুধের দোকানে ওষুধ সংগ্রহকারীদের ভিড় কমাতে দোকানে জমায়েতকারীদের চক দিয়ে তিন ফুট অন্তর 'লক্ষণরেখা' টেনে দেওয়া হয়। একইভাবে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন দোকানে সাধারণ ক্রেতাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করে দেওয়ার জন্য গণ্ডি কেটে দেওয়া হয় পুলিশের তরফে। ক্রান্তি ফাঁড়ির ওসি দিলীপ সরকার জানান, বাজার-ঘাটে অযথা ভিড় দেখলে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি বিভিন্ন অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের দোকানে ভিড় এড়াতে এই গণ্ডি করে দেওয়া হয়েছে। নজরদারিও চালানো হচ্ছে। একইভাবে মৌলানির দুটি র‍্যাশন দোকানে 'লক্ষণরেখা' টেনে ক্রেতাদের মধ্যে দূরত্ব তৈরি করা হয়েছে। মৌলানি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান খুকুমণি রায় বর্মন ও লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান জগবন্ধু সেন জানান, প্রশাসনের এই উদ্যোগ করোনা ঠেকাতে উপযোগী হবে। তবে সর্বত্র এমন হচ্ছে না। এখনও খাবার মজুত করার হিড়িক দেখা যাচ্ছে মুদি থেকে ওষুধের দোকানে। কাঁচা সবজি কিনতেও ভিড় হচ্ছে বাজারগুলিতে। চিকিৎসকরা তো বটেই প্রশাসনের সর্বোচ্চস্তর থেকেও করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় ভিড় এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু লকডাউন থাকা অবস্থাতেই যেভাবে জনতার একাংশ নিয়মের তোয়াক্কা করছেন না, তাতে বিপদের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

গাড়ির ব্যবস্থা নেই

স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোতে সমস্যায় স্বাস্থ্যকর্মীরা

মাদারিহাট ও শামুকতলা, ২৫ মার্চ : গাড়ি নেই। বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোতে সমস্যায় পড়ছেন স্বাস্থ্যকর্মীরা। মাদারিহাট ব্লকে ৩৭টি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে এএনএম, সেকেন্ড এএনএম, এমপিডব্লিউ, সিএইচও এবং আশাকর্মীরা রয়েছেন। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে সমস্তরকম যাত্রী পরিবহণের গাড়ি বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ফলে চরম বিপাকে পড়েছেন ওইসব স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁরা নিজেদের কেন্দ্রে পৌঁছোতে গাড়ি ভাড়া করতে বাধ্য হচ্ছেন। অনেক চালক আবার যেতেও চাইছেন না। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক স্বাস্থ্যকর্মী বলেন, 'মুজনাই, কালাপানি, রামঝোরা, লঙ্কাপাড়া, হান্টাপাড়া, ধুমচিপাড়া ও মাকড়াপাড়া চা বাগানের মতো প্রত্যন্ত অঞ্চলে আমাদের যেতে হচ্ছে। এমনিতেই এইসব এলাকায় সারাদিনে দু'তিনটি গাড়ি চলত। সবই বন্ধ। এখন গাড়ি ভাড়া করে যেতে হচ্ছে। অনেক গাড়িচালক আবার যেতেও চাইছেন না। খুবই সমস্যায় পড়েছি আমরা।'

চা বাগানগুলিতে ভিনরাজ্য থেকে প্রচুর মানুষ ফিরে আসছেন। তাঁরা করোনা পরীক্ষা করাতে এইসব স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসছেন। অথচ তাঁদের নিজেদেরই নিরাপত্তার কোনও ব্যবস্থা নেই বলে স্বাস্থ্যকর্মীদের দাবি। মাদারিহাট ব্লক মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ দেবজ্যোতি চক্রবর্তী জানান, তাঁর নিজেরই যাতায়াতের গাড়ি নিয়ে সমস্যা রয়েছে। অন্যদের জন্য ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তবে আরও মাস্ক ও স্যানিটাইজার দেওয়া হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকেও গাড়ির অভাবে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকর্মী সমস্যায় পড়েছেন। তাঁদের অভিযোগ, গাড়ির অভাবে তাঁদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছোতে সমস্যা হচ্ছে। ব্লক থেকেও কোনও গাড়ির ব্যবস্থা করা হয়নি। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা। প্রান্তিক অঞ্চলের মহিলা স্বাস্থ্যকর্মীরা ব্লক থেকে তাঁদের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে গাড়ির ব্যবস্থা করার দাবি করেন। এই এলাকায় রয়েছে বেশ কয়েকটি চা বাগান। অধিকাংশ মানুষ করোনা নিয়ে সচেতন নন। এলাকার মানুষরা বেশিরভাগই নির্ভর করে থাকেন ব্লকের বিভিন্ন বহুমুখী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রর উপর। বহুমুখী উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধিকাংশ কর্মীই মহিলা। তাঁদের যাতায়াতের জন্য কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই। যার ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পারোকাটা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সিনিয়ার এএনএম কর্মী কৃষ্ণা মজুমদার অভিযোগ করেন, রাস্তায় অটো, টোটো কিছুই চলছে না। প্রশাসনের তরফ থেকেও কোনও গাড়ির ব্যবস্থা নেই, বিএমওএইচ বলেছিলেন আজ গাড়ির ব্যবস্থা করবেন সেটাও করেননি। খুব অসুবিধার মধ্যে আজ কর্মক্ষেত্রে যেতে হচ্ছে। একই বক্তব্য ওই কেন্দ্রর সিএইচও বনি রয়ের। তিনি বলেন, 'আমি প্রায় ২০ কিমি দূর থেকে আসি। গাড়ির ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হয়।' এই বিষয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিএমওএইচ ডাঃ শফিউল আলম মল্লিক বলেন, 'সকল স্বাস্থ্যকর্মীর জন্যেই গাড়ির ব্যবস্থা ছিল। তবু অনেকে ব্যক্তিগত গাড়ি নিয়ে এসেছেন।'

মা ও শিশুকে আশ্রয়

ফাঁসিদেওয়া, ২৫ মার্চ : সিডব্লিউসির নির্দেশানুসারে সদ্যোজাত শিশুকন্যা সহ ভবঘুরে মাকে বুধবার রাতে শিলিগুড়ির মিশনারিজ অফ চ্যারিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, ২৬ ফেব্রুয়ারি ভবঘুরে ওই মহিলা ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতালে কন্যাসন্তান প্রসব করেন। সম্প্রতি দেশে ও রাজ্যে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ দেখা দেওয়ায় এদিন সদ্যোজাত এবং ভবঘুরে মহিলাকে ফাঁসিদেওয়া গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মিশনারির হাতে তুলে দেওয়া হয়। জেলা চাইল্ড প্রোটেকশন অফিসার এবং সিডব্লিউসির নির্দেশানুসারে এদিন মা এবং সন্তানকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বলে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও সঞ্জু গুহ মজুমদার এবং স্বাস্থ্য আধিকারিক অরুণাভ দাস জানিয়েছেন। অরুণাভ দাস জানান, পুলিশ এবং বিডিওর সহযোগিতাতেই সবকিছু সম্পন্ন হয়েছে। এতদিন মা এবং সদ্যোজাত শিশুকন্যার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে সবরকম পরিষেবা দেওয়া হয়েছে।

পিকনিক বন্ধ

রাজগঞ্জ, ২৫ মার্চ : বুধবার লকডাউনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে ফাঁড়াবাড়ি জঙ্গলে পিকনিক করতে আসা যুবকদের ফিরিয়ে দিল এলাকার এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। এছাড়াও করোনা নিয়ে সচেতনতামূলক প্রচার করা হয়। দেশব্যাপী লকডাউন জারির মধ্যেও রাজগঞ্জ ব্লকে কিছু যুবক অযথা বাইক নিয়ে ঘোরাফেরা করার চেষ্টা করেন। কিছু মানুষ তেমন প্রয়োজন না থাকা সত্ত্বেও রাস্তায় ঘোরাফেরা করছে বলে অভিযোগ। গ্রামের বেশ কিছু জায়গায় লুডু ও তাস খেলতে দেখা যায়। যদিও রাজগঞ্জের আমবাড়ি ফাঁড়ি এবং রাজগঞ্জ থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছে।

করোনা রুখতে লকডাউন

শুনসান পর্যটনকেন্দ্র

মালবাজার, ২৫ মার্চ : করোনা আতঙ্কে পর্যটনের ভরা মরশুমে এমনিতেই পর্যটকদের সংখ্যা কম ছিল ডুয়ার্স লাগোয়া পাহাড়ের পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে। লকডাউনের পর সেগুলি শুনসান হয়ে পড়েছে। সংক্রমণ এড়াতে সবাই এই পরিস্থিতি মেনে নিয়েছেন। তবে এই অবস্থায় পর্যটন ব্যবসায়ীরা ক্ষতির মুখে পড়েছেন।

মাল শহর এবং লাগোয়া পাহাড়কে কেন্দ্র করে বছরের এ সময় পর্যটকদের ভিড় থাকে। এবার সেই ছবি একেবারেই আলাদা। কিছুদিন আগে পর্যটনকেন্দ্রগুলিতে নতুন করে পর্যটকদের যাতায়াতের উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। কালিম্পং জেলার লাভা, রিশপ, ডেলো, লোলেগাঁও, কোলাখাম, গরুবাথান ইত্যাদি পর্যটনকেন্দ্রগুলি তখনই শুনসান হয়ে পড়ে। লকডাউনের পর রাস্তাঘাটে লোকজন বের হচ্ছেন না। লাভা এলাকার বাসিন্দা নোরবু ভুটিয়া বলেন, 'আমাদের এলাকায় যে পর্যটকরা ছিলেন, তাঁরা ফিরে গিয়েছেন। এলাকা শুনসান রয়েছে। আমরা সকলকে বলছি, জীবন বাঁচানোর জন্য ঘরবন্দি থাকতে হবে। এ বছর পর্যটনে বিপুল ক্ষতি হবে। তবু জীবনের স্বার্থে আমরা তা মেনে নিচ্ছি।' মালবাজার পর্যটন উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা বিপুল বিশ্বাস বলেন, 'করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলছি। যে সমস্ত পর্যটক এসেছিলেন, তাঁরা অনেকদিন আগেই ফিরে গিয়েছেন। আমরা প্রশাসনিক ঘোষণা মেনে যাবতীয় সহযোগিতা করছি। নতুন করে এখন কোনও প্যাকেজ টুর নেওয়া হচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত আনুমানিক হিসেব অনুযায়ী পর্যটনের ক্ষেত্রে ডুয়ার্স এবং লাগোয়া পাহাড় মিলে পাঁচ কোটি টাকার মতো ক্ষতি হচ্ছে।' ঝান্ডির পর্যটন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত রাজেন প্রধান বলেন, 'এখন আমাদের পর্যটনকেন্দ্র পুরোপুরি লকডাউন। আমরাও প্রশাসনিক নিয়ম মেনে চলছি।'

> **আমরা সরকারি নির্দেশ হোমস্টে এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন লকডাউন চলছে। তাই নতুন করে পর্যটক আসা সম্ভব নয়। পরবর্তী নির্দেশ এলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।**
>
> – বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী
> বিডিও, গরুবাথান
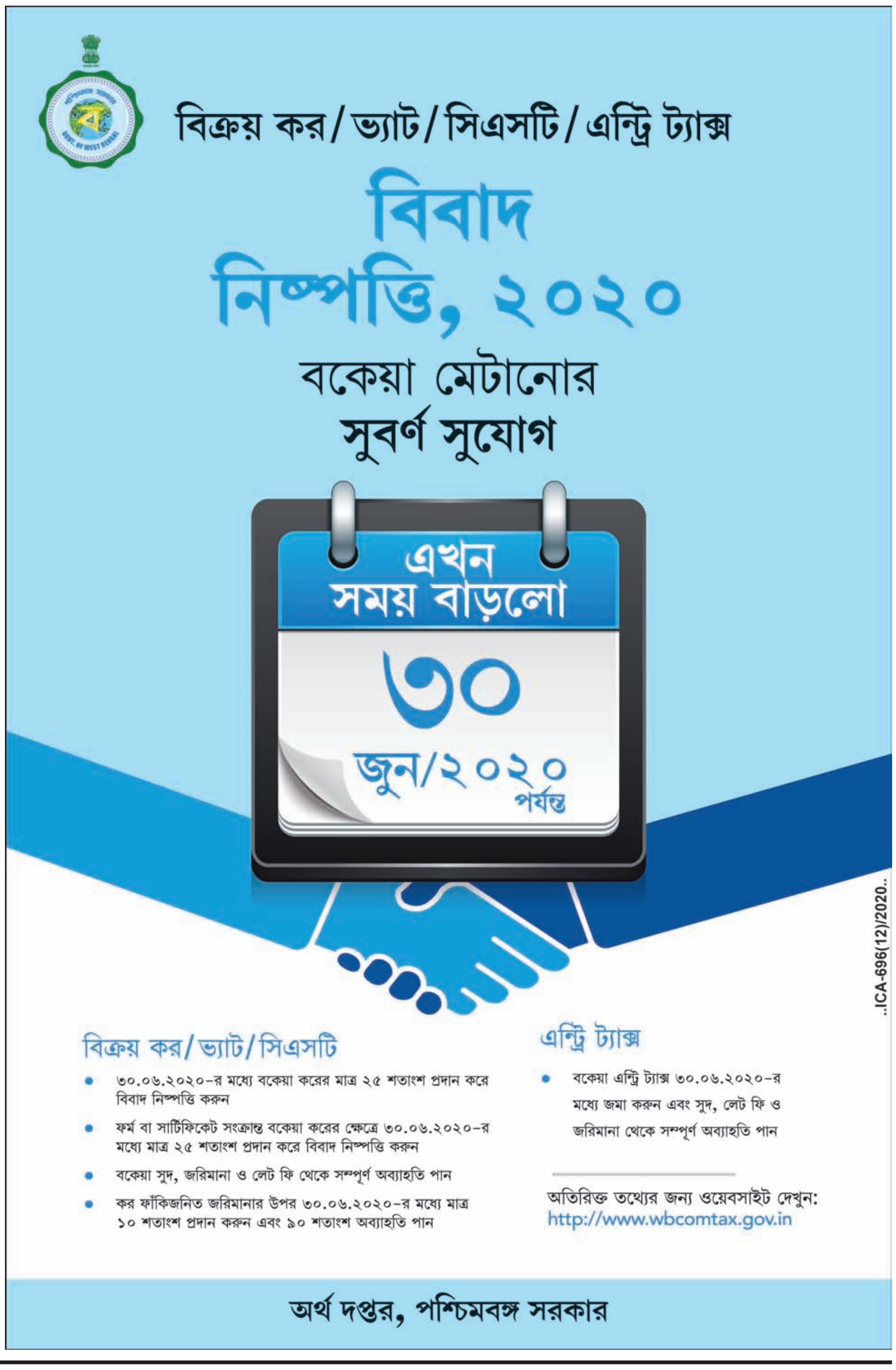
গরুবাথানের বিডিও বিশ্বরঞ্জন চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা সরকারি নির্দেশ হোমস্টে এবং পর্যটনকেন্দ্রগুলিকে জানিয়ে দিয়েছি। এখন লকডাউন চলছে। তাই নতুন করে পর্যটক আসা সম্ভব নয়। পরবর্তী নির্দেশ এলে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।' তিনি আরও বলেন, 'করোনা ভাইরাস নিয়ে আমরা সচেতনতামূলক প্রচার চালাচ্ছি। বাসিন্দারাও প্রচারে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন। তাঁরাও নিয়ম মেনে চলছেন। গরুবাথান এলাকায় করোনা ভাইরাস নিয়ে এখনও চিন্তার কিছু নেই।'